Vol. 6 | No. 2 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পদাবলী সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ

Volume	6
Issue	2
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর
Published online	December 16, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i2.4
Pages	141-150
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পদাবলী সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তথা পথে ঘাটে মাঠে "প্রেম"-শব্দটির শোচনীয় লাঞ্ছনা দেখিতে পাইয়া ইহার ব্যাকরণগত ও মূল সাহিত্যগত আভিজাত্য বর্ণনার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সংস্কৃত প্রীঞ্ ধাতু হইতে "আনন্দ দান করে" এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ক-প্রত্যয়ের যোগে "প্রিয়" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। লৌকিক সম্পর্কে শৃঙ্গার রসে আনন্দ সর্বাধিক বলিয়াই বোধহয় অমরকোষে এই শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে "ভর্তা"। মেদিনীকোষে এই শব্দের অর্থ পাওয়া যায় 'নর্ম' অর্থাৎ অন্তরঙ্গ জন। 'তাহার ভাব'—এই অর্থে 'প্রিয়' শব্দের সহিত ইমন্ প্রত্যয়ের যোগে 'প্রেম' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের 'জন্ম খণ্ড' হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শব্দকল্পদ্রুমে বলা হইয়াছে যে ত্রিজগতে কাহারো প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া কেহই নাই; যথাসময়ে কার্যবশতঃ সকল প্রিয় ব্যক্তিই অপ্রিয় হইয়া উঠে। অর্থাৎ ত্রিভুবনে সর্বকালে ও সকল অবস্থায় সত্যিকারের প্রিয়জন বলিয়া কেহই নাই; স্বার্থের খাতিরে অপ্রিয়ও প্রিয় হয়, আবার স্বার্থের সংঘাতে প্রিয়ও অপ্রিয় হইয়া পড়ে। ব্যাকরণের এবং অভিধানের কথা এই পর্যন্তই থাকুক্। এখন দেখা যাক্ পদাবলীসাহিত্যে বৈষ্ণবাচার্যগণ কোন্ অর্থে এই শব্দটির বহুল ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেখানে সত্যিকারের প্রিয় ব্যক্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

প্রেমের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে অনেক উচ্চে সাধনঘটিত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থে চণ্ডীদাস ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'প্রেম' চণ্ডীদাসের কামগন্ধহীন 'নিকষিতহেম' রজকিনীপ্রেমের অপূর্ব অনুভূতি—যুগলপ্রেমের মূর্তপ্রতীক—মর্ত্যে হৈম অমরাবতী। ইহা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার রমণজনিত অতলস্পর্শ রস-সমুদ্রের কূলপ্লাবী দুর্নিবার ভাবোচ্ছ্বাস। সাধনাপরাঙমুখ ভক্তিহীন প্রাকৃতরতি ব্যক্তির ইহা ধারণারও অতীত।

১. "শুদ্ধপ্রেম নিত্যবস্তু অপ্রাকৃত দেহ।"

২. "কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে করে অভিলাষে॥
কৃষ্ণরতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়িভাব নাম॥" —চৈতন্যচরিতামৃত।

পদাবলী সাহিত্যে পদকর্তৃগণের দর্শন ও ব্যক্তিগত সাধনভজনজনিত ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। অতএব এখন সেই দর্শনবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপরিহার্য।

সাধারণতঃ দুইটি কারণে মানুষের ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে,—একটি শ্রীভগবানের অপার ঐশ্বর্য জানিয়া, অপরটি তাঁহার পরম মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া। পরিদৃশ্যমান স্থূল ও অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহিমা ও অপূর্ব সৃষ্টিকৌশলের বিষয় চিন্তা করিলে মনে বিস্ময়ের সহিত ভয় ও শ্রদ্ধা-মিশ্রিত এক অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়। তখন ক্ষুদ্র ও অসহায় জীবের এই পরম ঐশ্বর্যময় ভগবানের নিকট কাম্যবস্তুর জন্য প্রার্থনা এবং স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা ব্যতীত তাঁহার সহিত আর কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? শাস্ত্রাদি-নির্দিষ্ট এইরূপ ভজনকে বৈধী বা হৈতুকী ভক্তি বলা হয়। হে ভগবন্, আমাকে ধন দাও, জন দাও, রূপ দাও, জয় দাও, শত্রু নাশ কর, অপরাধ মার্জনা কর ইত্যাদি। তারপর অভীষ্টলাভ হইলে তাহাতে আসক্ত হইয়া ভগবানকেই বিস্মৃত হইতে হয়। বস্তুতঃ ভগবৎ সেবার নামে ইহা কেবল আত্মসেবা—স্বার্থপরতা। আবার যে প্রাকৃত সুখের লিপ্সায় ঐশ্বর্যময় ভগবানের ভজনা করা হয়, সে সুখও সুখাভাস মাত্র। যদি তাহা প্রকৃত সুখ হইত, তবে তাহা বার বার পাইয়াও কোন জীবই অতৃপ্ত থাকিত না এবং এক প্রকার সুখ পাইয়া অন্য প্রকার সুখের জন্য অধিকতর লালায়িত হইত না। "আমি যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" সত্য বটে, প্রাকৃত বিষয়েও শ্রীভগবানের আনন্দসত্তা বিদ্যমান আছে; কারণ, তাহা না থাকিলে কোন জীবই বিষয়ে আকৃষ্ট হইত না, তথাপি খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়িষ্ণু এই সংস্কার, তাপ ও পরিণাম দুঃখমিশ্রিত বিষয়ভোগজনিত সুখ জীবে পরম কাম্য বস্তু হইতে পারে না। অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই প্রকৃত সুখ। আনন্দ হইতে সর্বভূতের জন্ম; তাই শাশ্বত আনন্দলোকে অভিসারই তাহাদের স্বভাব। অতএব

ঐহিক সুখ ও পারলৌকিক ভোগের আকাঙ্ক্ষায় ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবানের নিকট কেবল ঐশ্বর্যের ভজনা করিয়া জীব জন্মে জন্মে বিড়ম্বিতই হইতেছে।

অপরদিকে সম্বন্ধজ্ঞান জীবকে প্রীতির পথে টানিয়া নেয়, প্রীতি হইতে সঞ্জাত যে অনুরাগ তাহাই রসে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধব্যতীত রসের উদ্ভব হইতে পারে না। রস হইতেছে সম্বন্ধজনিত চিত্তের ভাব। সম্বন্ধের প্রকার অথবা ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুসারে এই রস মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই রসে সিক্ত হইলেই বাক্য পরিণত হয় কাব্যে। আবার সংসারে জীবে জীবে যতপ্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে এবং তাহা হইতে যে প্রকার সুখ অনুভূত হয় তাহা আত্মপ্রীতিমূলক। কেননা, সংসারে ভালবাসাটা মিথ্যা কথা—ভাললাগাটাই সত্য। মাতার সন্তানকে স্নেহ করার ব্যাপারটাও এই সত্যের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে; কারণ, সন্তানের কামনার জন্য সন্তান প্রিয় হয় না, আত্মকামের জন্যই সন্তান এত প্রিয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে জীবের নিকট আত্মাই সবচেয়ে প্রিয়। অতএব, সকল জীবাত্মার আধার পরমাত্মা বা শ্রীভগবান দেহধারীদিগের পরম প্রিয় ও পরম বন্ধু। তিনি সকল রসের মূল আধার ও উৎস এবং স্বয়ং রসময়, রসের ভিতর পরম রস। তিনি সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু এবং জীবের নিকট পরম আস্বাদ্য। আবার সকল রসের আস্বাদ্যও আস্বাদক দুই-ই তিনি। তিনি যেমন জীবের প্রিয়, জীবও তাঁহার কাছে তেমনি প্রিয়। যাঁহার অসীম হৃদয় হইতে সকল জীবের সীমাবদ্ধ হৃদয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান আর কে আছেন?—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥"

জীবের এই রসাস্বাদনের অধিকার জন্মে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান হইতে। এই রসের আস্বাদন করিতে পারিলেই জীব কৃতার্থ হইয়া রসভাণ্ডারস্বরূপ শ্রীভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেন। সম্বন্ধজ্ঞানজ এই ভজনের আনন্দ ঐশ্বর্যজ্ঞানে আদৌ থাকিতে পারে না। ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্যদর্শনে জীব নিজ নিজ ক্ষুদ্রতায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া থাকে।

"ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধানাতে সঙ্কুচিতপ্রীতি।
কেবল-শুদ্ধপ্রেম-ভক্ত ঐশ্বর্য না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥"—চৈতন্যচরিতামৃত।

বাঞ্ছিত বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরম লালসা তাহাই রাগ এবং এই রাগময়ী ভজনপ্রবৃত্তিই 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সম্বন্ধজ্ঞান হইতে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত ভক্তিকে রাগাত্মিকা এবং তদনুসারিণী ভক্তিকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলা হয়। পদকর্তৃগণের মধ্যে এই রাগানুগা ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রীতি এবং তদনুসারী রাগ কোনদিনই বিধিনিষেধের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকে না। রাগাত্মিকা ভক্তি হইতেছে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধজনিত আত্মীয়তাবোধ এবং তজ্জনিত স্বতস্ফূর্ত সেবাবাসনা। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তি, ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কিছুরই হিসাব নাই। আছে শুধু প্রাণের আকুতি। "আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞান বিচারে।" এই আত্মহারা ব্যাকুলতা রাগমার্গের প্রধান লক্ষণ। রাগানুগা ভক্তিতে স্নেহ, প্রণয়, মান প্রভৃতিক্রমে ভাব একান্ত ব্যাকুলতায় পর্যবসিত হয়।

১. "দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥"

২. "জল বিনু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ূহীন,
প্রেম বিনু এই মত ভক্ত।
চাতক জলদগতি, এমতি একান্তরীতি,
জানে যেই সেই অনুরক্ত॥
লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা জন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন।
এই মত প্রেমভক্তিরীতি॥"

এই প্রেম বা প্রেমভক্তিই বৈষ্ণবদর্শনের মূল তত্ত্ব। পাঁচ প্রকার মুখ্যরসের ভিতর শান্তরস হইতেছে সমস্ত অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া ভগবদুপলব্ধিহেতু একপ্রকার স্তব্ধ-বিস্ময়ের ভাব। শুধু মূল তরুতে আশ্রয়, যেমন ঋষি বা যোগীর ভাব, শান্ত, ভগবানে সুসমাহিত। ইন্দ্রিয়গণের প্রকোপ নাই। প্রথম পরিচয়, চিত্তের উদ্বেগ নাই; কারণ, সম্বন্ধের ভাব এখনও স্থাপিত হইয়া উঠে নাই। সম্বন্ধজনিত অপর চতুর্বিধ রসের মধ্যে দাস্যরসে ঐশ্বর্যানুভূতি কিছুটা আছে বলিয়া সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভজন একান্তভাবে রাগাত্মিকারই অন্তর্গত; সুতরাং উহাই প্রেমভক্তি। বৈধীভক্তিদ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ লাভ হইতে পারে, কিন্তু জীবের

পঞ্চমপুরুষার্থ এই প্রেম ঐ বৈধীভক্তিদ্বারা কোনদিনই লাভ হয় না। মোক্ষসাধনাকে ভক্তিশাস্ত্রে পরম স্বার্থপরতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, কারণ ইহা একান্তই ব্যক্তিগত, ইহার একটুও অপর কাহাকেও দেওয়া যায় না। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি বসে র'ব মুক্তি সমাধিতে?

বৈধীভক্তির পথে চতুর্বর্গের সাধন প্রেমসাধনের পরিপন্থী, কারণ, উহাতে কেবল স্বার্থসিদ্ধি বিদ্যমান।

' ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

অতএব প্রেম পরম সাধ্য বস্তু। তবে হৈতুকী বা বৈধীভক্তিও শ্রীভগবানের নাম বিজড়িত বলিয়া তাঁহারই কৃপায় ক্রমশঃ অহৈতুকী বা রাগাত্মিকা ভক্তিতে পরিণত হয়।

সংসারে আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কিত প্রীতি হইতেই জীব-প্রেমে ভগবদ্ভজনের দীক্ষা লাভ করে। এই ভজন ব্যাপার হইতেছে সাংসারিক সম্বন্ধজনিত প্রীতিকে একটা বৃহত্তম পরিধির মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া। কাম ক্রোধাদি রিপুগণের সঙ্গে অহর্নিশ দ্বন্দ্বে শুধু বলক্ষয়ই হয়। সংসারী জীব এই রিপুগণের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার দ্বারা ইহাদিগকে অন্তর্মুখী করিয়া ভগবৎ সেবার আনুকূল্য পাইতে পারে। যে কাম জীবকে পার্থিব ভোগের পথে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে, সেই কাম যদি শ্রীভগবানের মাধুর্য আস্বাদনে প্রলোভিত করে, তবে তাহার চেয়ে বড় বন্ধু জীবের আর কি থাকিতে পারে! ইহা ছাড়া, সংসারের প্রত্যেক বস্তুর মধ্য দিয়া শ্রীভগবান নিজকে বিকাশ করিয়াছেন; অনুভূতির মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁহার লীলাপ্রকাশ জানিয়া জীব আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। মনুষ্যে পশুভাব বাদ দিয়া দেবভাবের বিকাশ হয় না।

"দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি॥"

স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ব্যাপারে ইহা সুস্পষ্ট। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামে এই প্রণয়ের আরম্ভ, প্রিয়পাত্রের ইন্দ্রিয়প্রীতিসম্পাদনের ইচ্ছায় অর্থাৎ প্রেমে ইহার পর্যবসান।

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর॥"

সংসারে মুখ্যরসের সম্পর্কে পরিবার ও প্রিয়জনের সৃষ্টি হয় এবং এই রস বা আকর্ষণী শক্তি জীবের সহজাত ভাব বা প্রকৃতি। সংসারে জীবের এই কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তিকে নির্মল ও পূর্ণবস্তু শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্কস্থাপনের দ্বারা তাঁহাতে ভাব আরোপ করিয়া কেন্দ্রাভিগ (centripetal) করিতে না পারিলে জীবের প্রয়োজন সাধন ও প্রাকৃত অভিলাষ পূর্ণ হয় না। যে-কোন ভাবে যে-কোন পথে শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ আশ্রয় লইলেই জীবের সর্বার্থসিদ্ধি হয়; কারণ তিনিই জীবের একমাত্র গতি, তিনিই একমাত্র আশ্রয়।

মুখ্য রসগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী রসগুলি পর্যায়ক্রমে পরবর্তী রসের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু পূর্ববর্তী রসে পরবর্তী রসের একান্ত অভাব। অতএব এক মধুর বা শৃঙ্গার রস সর্ব রসের আধার। একই আদর্শ স্ত্রী সেবায় দাস্য, মন্ত্রণায় সখ্য, ভোজনাদিতে বাৎসল্য, শৃঙ্গারে মধুর রসের পরিবেশন করিয়া থাকেন। অতএব সম্বন্ধের গাঢ়তা মধুররসে সর্বাধিক বলিয়া কান্তভাবে শ্রীভগবানকে যে পরিমাণে আস্বাদন করা যায় অন্য কোন রসেই তাহা সম্ভব নয়; কিন্তু যে রসে সাধক ভজনা করেন তাঁহার নিকট তাহাই সর্বোত্তম বলিয়া মনে হয়। যিনি গুড় ব্যতীত অন্য কোন মিষ্টদ্রব্য আস্বাদন করেন নাই, তাঁহার নিকট গুড়ই শ্রেষ্ঠ মিষ্টদ্রব্য বলিয়া মনে হয়। তবে সাধনার ক্রমবিবর্তনে প্রেমসাধক পর্যায়ক্রমে শেষ পর্যন্ত কান্তভাবেই ভগবদ্‌রসাস্বাদনের অধিকার লাভ করেন। যে রতির যে পর্যন্ত বর্ধিত হইবার যোগ্যতা আছে

সেই রতি সেই সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হইলে প্রেমভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং গোপিকানিষ্ঠা সমর্থারতি প্রৌঢ়া মহাভাবদশা প্রাপ্ত হইলেই প্রেমভক্তি বলিয়া কীর্তিতা হইয়া থাকে।

"ভাব কি জানো?" বলিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতানো। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা। প্রথম অবস্থায় তুমি-টুমি, ভাব বাড়্লে তুই-মুই। যেমন ধরো নষ্ট মেয়ে। পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালোবাস্তে শিখ্ছে, তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা। তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠ্ল, তখন আর কিছু নেই—একেবারে তার হাত ধরে সকলের সাম্নে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন যদি সে পুরুষ আদর যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে, তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কিনা বল্। তেম্নি যে ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জোর করে বলে, তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কিনা বল।" ভূ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ভাব-শব্দটির অর্থ হইতেছে সত্তা (existence)। সংসারে মিথ্যা বস্তুতে এই ভাব আরোপ করিয়া জীব প্রতিক্ষণে বিড়ম্বিত হইতেছে। শাশ্বত ভগবানে এইভাব আরোপিত হইলে জীব তাহা হইতে জন্মাজন্মান্তরেও বিযুক্ত হয় না।

"সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কভু না জিয়য়॥"

অনুভব ও ধ্যান হইতে ভাবের জন্ম। আর ইন্দ্রিয়গণের ভগবদ্‌ভিমুখী কার্যের দ্বারা সেই অনুভবের সৃষ্টি হয়। মানুষে মানুষে যেরূপ মিলন, ভগবানের সহিত মানুষের মিলন সেইরূপ হইলে দুইদিনেই সেই মিলনানন্দ ফুরাইয়া যাইত। এই হেতু জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান জীবের নিকট দুর্লভ হইয়া আছেন এবং জীব যাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারে অনন্ত ও অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব ভাবরাজ্যে ভগবানের সহিত জীবের মিলনানন্দ নবনবায়মান হইয়া ক্রমেই বর্ধিত হয়। শ্রীভগবানকে সর্বশক্তির আধার ও সর্বকার্যের মূল বলিয়া মনে না করিয়া যাঁহারা 'প্রিয়তম স্বজন' বলিয়া ভজন করেন, বাঞ্ছাকল্পতরু ইচ্ছাময় শ্রীভগবান তাঁহাদের মনের মতন হইয়াই তাহাদের সহিত

মিলিত হন এবং তাঁহারাও স্ব স্ব রুচি ও প্রীতি অনুযায়ী তাঁহার সেবা করিয়া পরম ও স্থায়ী আনন্দ পাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান ও জীবের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও নিত্য সম্বন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ কখনও হইতে পারে না। নিত্যে ও অনিত্যে এই ত প্রভেদ! যাঁহারা রসের দ্বারা একনিষ্ঠভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করেন তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার লীলা প্রকটিত হয়।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়,
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনও সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে,
এখনও প্রেমের খেলা সারাদিন সারাবেলা,
এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে॥"—রবীন্দ্রনাথ।

স্ত্রী যদি স্বামীকে "প্রিয়তম" "প্রাণেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে মাধুর্যময় শৃঙ্গার রসের উদ্ভব হয়। কিন্তু সেই স্ত্রীর ভ্রাতা যদি ভগ্নীর অনুকরণ করিয়া ভগ্নিপতিকে ঐরূপ সম্বোধন করে তবে উৎকট হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। অতএব সমর্থারতি নায়িকার ভাব না হইলে শ্রীভগবানকে অকপটে কান্তরূপে ভজনা করা যায় না। সে স্থলে নায়িকা ও নায়কভাবে রাধাকৃষ্ণের মিলন করাইয়া যুগল-বিলাসের ভজনা করিতে হয়। ইহাই অনুগ অর্থাৎ রাগানুগ ভজন। সাধারণতঃ জীবভক্তিতে দাস্যরসে শ্রীভগবানের ভজন আরম্ভ করিয়া পর্যায়ক্রমে মধুরভাবে আনন্দময়কে প্রাপ্ত হয়। জীবমাত্রেরই সুখান্বেষণে যে তৎপরতা দেখা যায়, তাহার স্থিতি দেখা যায় মঞ্জরীস্বরূপে। মঞ্জরীগণ কৃষ্ণকান্তাগণ হইতে ভিন্ন। ইহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের সেবিকা। ইহাদের নিজেদের সম্ভোগে কোন স্পৃহা নাই; কিন্তু হলাদিনীশক্তি শ্রীরাধা ও পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হইয়া পরস্পর যে সুখ ভোগ করেন, তাহার মাধুর্য আস্বাদন করিয়াই অপার আনন্দ অনুভব করেন। এই মঞ্জরীস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার চেষ্টাই প্রকৃত বৈষ্ণব সাধন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি রসিকভাবুক-গণ এই সাধনার অগ্রদূত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে তাঁহার অন্ত্যলীলায় এই মঞ্জরীর আদর্শ ও আস্বাদন পদ্ধতি প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতা-মৃত' গ্রন্থে রায় রামানন্দ এই মঞ্জরীতত্ত্ব বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। নরোত্তমদাস ঠাকুরের 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থেও এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং প্রার্থনাগীতিগুলিতে

কুঞ্জসেবার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধা গোপীই রাগানুমার্গের অন্তরঙ্গ আচার্যা, নিগূঢ় রসবত্ত্বের অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শিকা।

অভাববিশিষ্ট প্রাকৃত পদার্থের প্রতি ইন্দ্রিয়াদির গতি হইলে তাহাকে আসক্তি বলে, আর অভাব-বর্জিত অখণ্ডানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি উহাদের গতি হইলে তাহা প্রেমভক্তি আখ্যাপ্রাপ্ত হয়।

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্র ভাগবতে এই প্রেম কয়।

সর্বপ্রকার উপাধি বিসর্জন করিয়া যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার দ্বারা নিরন্তর ভগবৎসেবা করিলে তাহা নির্গুণ ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এইহেতু ঃ

১. "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহে কাম নাম॥
কাম অকাম হৈলে মহাকাম নাম।
সেই মহাকাম সাধি পায় নিত্যধাম॥"

২. "অপ্রাকৃত রসরতি সর্বশক্তি ধরে।
রতিরস যেহ করিল তেঁহ কি না পারে॥
তাতে অপ্রাকৃত রতি প্রেম যাঁর নাম।
শ্রীনন্দনন্দন সম রতি করি জান॥
বৃন্দাবন অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ॥"

এইহেতু শৃঙ্গাররসরাজমূর্তি শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, যোগিগণের পরমাত্মা এবং শুদ্ধশৃঙ্গাররসপরায়ণ ব্রজদেবীগণ সমীপে মদন মোহন নবীন মদন।

অতএব প্রেম কাহাকেও অধোগামী করে না। যে প্রেমে নিম্নগামী হয়, তাহা প্রকৃত প্রেম নহে। আমি তাহাকে ভালবাসি, তাহার অভাবে আমার প্রাণ কাঁদে, কেন যেন বুকের ভিতর উকি ঝুঁকি মারিতে থাকে। ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় মোহ—পাওয়া যায় আসক্তির বহ্নিশিখা। এ মোহ নরক, প্রেম যে স্বর্গ,

সর্বসুখময়। মোহ ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ থাকে, আর প্রেম সারা বিশ্বে বিচ্ছুরিত হয়। মোহ যেখানে, সংকীর্ণতা সেখানে। কিন্তু প্রেম চায় বিশ্বকে প্লাবিত করিতে, আপনার যাবতীয় ভাব শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া কেবল তাঁহার সেবায় সদানন্দময় থাকিতে। "প্রভু সেবকহিয়া ব্যাপে অবিদ্যা।" স্বভাবের বন্ধনই বন্ধন, স্ব-ভাবের মুক্তিই মুক্তি। স্বভাব হইতে যাচাই ও বাছাই করিয়া লইতে হইবে যতপ্রকার আকর্ষণ—যত প্রকার সুখ। আর নিবেদন করিতে হইবে তাহা শ্রীভগবানে। বিষয়ে যাহা কাম, ভগবানে আরোপিত হইলে তাহাই প্রেম, তাহাই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য,—রাগের অভাব নয়, বিপরীত কিছুও নয়,—বিশিষ্ট অনুরাগ, শ্রীভগবানে প্রগাঢ় অনুরক্তি। আসক্তির চেয়ে বৈরাগ্যের আকর্ষণ সহস্রগুণে বেশী। নিজের যাহা যাহা ভাল লাগে, নিজের ভোগে যাহা যাহা রুচিকর, যাহা যাহা চিত্তাকর্ষক তাহা তাহা দিয়া প্রিয়তমের সেবা করিতে হইবে। যাহাতে নিজের রতি তাহাতেই ভগবানের আরতি। আর এই আরতিতেই হয় প্রেম ও বৈরাগ্যের সমন্বয়।

জীবনের স্নেহ, মমতা, প্রীতি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু ইহারা নিম্নগামী। বাঁধ দিয়া ইহাদিগকে ভগবদুন্মুখী করিলে ইহারা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রবলতার বেগে প্রবাহিত হইবে. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অভিমুখে। তখন কামপ্রেমে, প্রীতি ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। রসের দ্বারাই সংসার সজ্জিত। মধুর রস সকল রসের সেরা, সকল রসের কেন্দ্র। এই রসের দ্বারা সেবা করিতে হইবে রসেশ্বরকে। এই ভজন শক্তিমানের তপস্যা, শক্তিধরের সাধনা। শক্তির মধ্য দিয়াই শক্তিমানের প্রকাশ হইয়া থাকে। জগতে শক্তিরই প্রাধান্য। যাহা বিষ হয় তাহাই ত বিষয়। কিন্তু ভগবানের এমনই মহিমা যে সকল প্রকার ভোগ, সকল প্রকার সংস্কার ও সকল প্রকার বাসনা তাঁহার লীলার সহিত জুড়িয়া দিলে বিষয়ের বিষ অমৃতে, ভোগ সেবায় ও কাম প্রেমে বিলীন হইয়া যায়; আর কামিনী তপস্বিনীতে, ভোগিনী যোগিনীতে পরিণত হয়। কাম্য বস্তুর উপভোগে যে সুখ, সেই সুখ নিবেদন করিতে হইবে স্বীয় পরমারাধ্যকে। আমার বলিতে আর কিছুই থাকিবে না। তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন সেই আত্মনিবেদন। তাহা হইলে, তাঁহার তুষ্টিতে জগৎতুষ্ট, তাঁহার প্রীতিতে জগৎ প্রীত হইয়া উঠিবে। এই জন্য নিজে ভোগ না করিয়া আরাধ্য দেবতাকে দিয়া ভোগ করাইলে ভোগের সুখ না চাহিলেও সহস্রগুণে বেশী হইবে—হইবে তাহা চিরস্থায়ী—আর চলিয়া আসা হইবে আত্ম হইতে আত্মায়, অল্প হইতে ভূমায়, কামের জ্বালা হইতে প্রেমের নিত্যানন্দে।